দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ 12 JUL 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

নেপথ্য কাহিনী

মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে এই গোলযোগ হচ্ছে যে কারণে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

পাবলিক এক্সামিনেশন নিয়ে দেশে এক পাতানো খেলা শুরু হয়েছে। বিগত পাঁচ বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ড কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত রয়েছে। দেশের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী প্রত্যক্ষভাবে এ পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তের শিকার। মাস ছয়েক আগে এইচএসসিতে পাঁচ বোর্ডে একই প্রশ্নপত্র করার সিদ্ধান্তকে বিভিন্ন মহল স্বাগত জানিয়েছে। তবে

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

মাধ্যমিক পরীক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

অভিজ্ঞমহলের ধারণা তড়িঘড়ি করে পরীক্ষার কয়েকমাস আগে এ সিদ্ধান্ত না নিলেও চলত। তাদের মতে, এ সিদ্ধান্ত যুগোপযোগী হলেও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'ধীরে চল' নীতি অনুসরণ করা উচিত ছিল।

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সিস্টেম হঠাৎ করে বিলুপ্ত করায় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী সহজে তা মেনে নিতে পারেনি। টেক্সট বুকের পরিবর্তে যারা গাইড, কোচিং ও প্রাইভেট টিউটরের, সাজেশনের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে ও স্বল্পসংখ্যক প্রশ্ন পড়ে পরীক্ষার হলে গিয়েছে তারা রীতিমত ধরা খেয়েছে। এদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন ও পটপরিবর্তনের পর গণ্নটোকাটুকির হিড়িক পড়ার যে নজির অতীতে রয়েছে এ বছর তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশে প্রশাসন বেশ সক্রিয় হওয়ায় দেশের অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলকারী ও বহিরাগতরা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। যে কারণে এক প্রকার নিরুপায় হয়ে নকলের সুযোগ না পেয়ে পরীক্ষার্থীরা হয়ে উঠেছে মারমুখী।

গত ৩০ জুন এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত পরীক্ষা বর্জন করেছে ও বহিষ্কৃত হয়েছে এমন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। পরীক্ষাকেন্দ্রে সন্ত্রাসের চিত্রও রীতিমত ভয়াবহ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজধানীর মিরপুর বাংলা কলেজের এক পরিদর্শন জানান, কখন মাথায় লাঠি পড়ে এ আশঙ্কায় পরীক্ষার হলে শঙ্কিত থাকি। শুধু পরিদর্শক নয়– ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও পথচারী পর্যন্ত মারমুখী পরীক্ষার্থীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এক হিসাবে দেখা যায় পরীক্ষা চলাকালে অন্তত ২২ জন ম্যাজিস্ট্রেট লাঞ্ছিত ও বন্দী হয়েছেন। দেশে এমন জেলা খুঁজে পাওয়া যায়নি যেখানে সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। '৯৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার কথা মনে উঠতেই একটু সচেতন মানুষের চোখের সামনে ভেসে আসে যাত্রীবাহী ট্রেনে হামলা, যানবাহন ভাংচুর, পথচারীকে প্রহার, কলেজ ভবন ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, লাঠিচার্জ, গুলিবর্ষণ, বোমাবাজি, টিয়ারশেল নিক্ষেপ, বস্তাভর্তি নকল উদ্ধার, পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল ও স্থানান্তরসহ বিভিন্ন ভয়াবহ চিত্র। নিত্যদিন ঘটে যাওয়া এসব ঘটনার পাশাপাশি পড়ুয়া ছাত্ররা ঠিকমত পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। রাজধানীর নামকরা কলেজের কয়েকজন পরীক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা জানায়, ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের রচনা কমন পড়েনি। মানবিকের ছাত্রদের কাছে অর্থনীতি প্রথম পত্রের প্রশ্ন কঠিন হয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে কঠিন হয়েছে রসায়ন দ্বিতীয় পত্র। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা ভাল হয়েছে বলে তারা জানায়। পাঁচ বোর্ডে একই প্রশ্নপত্র ও প্রশ্ন কমন না পড়া সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হয় শিক্ষাসচিব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা'র কাছে। তিনি বলেন, পড়াশোনা না করলে সবকিছুই কঠিন। পাঁচ বোর্ডের একই প্রশ্নপত্র সম্পর্কে শিক্ষাসচিব বলেন, এ সিদ্ধান্তের ফলে পড়াশোনাবিমুখরা পড়ার টেবিলে ফিরে যাবে। ঢাকা কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা আশরাফুননিসা বলেন, ছাত্ররা সাজেশন নামক ট্যাবলেট গিলতে গিলতে অভ্যস্ত হওয়ায় নতুন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছে না। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন বোর্ডের সিলেবাস যেহেতু এক তাই প্রশ্নপত্রও এক হওয়া উচিত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যবস্থাপনা বিভাগের একজন অধ্যাপক জানান, শিক্ষাব্যবস্থার মান সর্বত্র সমানভাবে মূল্যায়ন করার জন্য সারা দেশে একই প্রশ্নপত্র আবশ্যক। তবে এত তড়িঘড়ি না করলেও চলত। অন্যদিকে রাজধানীর নামকরা কয়েকটি কলেজের অধিকাংশ পরীক্ষার্থী একই প্রশ্নপত্রের বিরোধী নয়। তবে তাদের ভাষায় ইংরেজী রচনা কমন তো বাঁধেনি। তারপর এত কঠিন দেয়া হয়েছে যা স্বল্প সময়ে চিন্তা করে লেখা যায় না। তাদের মতে, আমাদের প্রত্যাশা ছিল তড়িঘড়ি করে যেহেতু একই প্রশ্নপত্রের নিয়ম চালু হয়েছে সেহেতু প্রশ্নপত্র সহজ হবে। সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। তবে প্রশ্নপত্র এত কঠিনও হয়নি যে জ্বালাও-পোড়াও, ভাংচুর করতে হবে।